dawahilallah.com

4gw, ৯/১১ ও আল-ক্বা'ইদাহর রণকৌশল

Abu Anwar al Hindi

15 - 19 minutes

৯/১১ এর বরকতময় হামলার উদ্দেশ্য কি ছিল? এ হামলা কি ছিল শুধুমাত্র প্রতীকী (symbolic) বিজয় অর্জনের জন্য? এ হামলা কি ছিল শুধুমাত্র অ্যামেরিকাকে বিশ্বের সামএন অপমানিত করার জন্য? এ হামলা কি ছিল শুধুমাত্র প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য? এ হামলা কি ছিল শুধুমাত্র ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ? শুধুমাত্র যুগের হুবালকে আঘাত করার খাতিরে করা একটি আঘাত? এ হামলার উদ্দেশ্য কি ছিল মিডিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি?

৯/১১ এর প্রচলিত ব্যাখ্যা হিসেবে উপরের এ ধারনাগুলোই অধিক প্রচলিত। এ বরকতময় হামলার আবেগের দিকটি নিয়ে, অ্যামেরিকাকে অপমানিত হতে দেখার তৃপ্তির অনুভূতি নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও, এ আক্রমণে শার’ঈ বৈধতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হলেও – এ হামলার সামরিক ও কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও গবেষণা তুলনামূলকভাবে অনেক কম, বিশেষ করে বাংলা ভাষায়।

অথচ ৯/১১ এর হামলা হল এমন এক ঘটনা যা আধুনিক সময়ে কুফফারের বিরুদ্ধে উম্মাহর সঙ্ঘাতের পটভূমি সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে। ৯/১১ আগের পৃথিবী আর ৯/১১ এর পরের পৃথিবী এক না। এক প্রাজন্মিক যুদ্ধের প্রথম, ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখা আঘাত হল ৯/১১। খেলার নিয়ম পাল্টে দেওয়া, দান উলটে দেওয়া এক চাল হল ৯/১১।

৯/১১ এর কৌশলগত ও সামরিক গুরুত্ব, এবং যে চিন্তাধারা থেকে ৯/১১ উৎসারিত তা সঠিক ভাবে জানা, বোঝা এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা একদিকে যেমন আমাদেরকে সাহায্য করবে অতীতকে বুঝতে ও আমাদের বর্তমানকে বিশ্লেষণে, তেমনিভাবে এটা আমাদের সাহায্য করবে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের চিন্তাকে। নিচের লেখাটিতে উত্থাপিত কিছু বিষয় ও আকাঙ্ক্ষার বর্তমানে এ ভূমির পরিস্থিতির সাথে মিলে যাওয়াও চিন্তাশীল পাঠকের চোখ এড়ানোর কথা না।

প্রবন্ধটি তানযিম ক্বা’ইদাহতুল জিহাদের আরবী ম্যাগাযিন “আল-আনসার”-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ “চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশল” [Fourth-Generation Wars] থেকে অনুদিত। প্রবন্ধটির লেখক আবু-‘উবাইদা আল-কুরাইশি -

"...যেভাবে পরাজিত মানসিকতা বর্তমানে উম্মাহর চিন্তার কেন্দ্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তা বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল, পরাজিত মানসিকতার এ ব্যাধিতে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক আক্রান্ত ব্যাক্তিদের অনেকেই হলেন ‘আলিমদের অন্তর্ভুক্ত। এমন একজন আলিম, আম্রিকার আগ্রাসন নিয়ে এক টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, আরব বিশ্ব ও মুসলিম উম্মাহর মাঝে মুজাহিদিনের সমর্থন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া তিনি আরো কিছু ভুল দাবি উত্থাপন করেছেন।

তার একটি দাবি বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। এই 'আলিম বলেন, আম্রিকা ও তার মিত্রদের সামরিক শক্তির সাথে মুজাহিদিনের শক্তির ব্যাপক তারতম্য আছে। শক্তির একটি ভারসম্যহীনতা আছে। আর এ ব্যাপক ভারসাম্যহীনতার কারনে এ মূহুর্তে জিহাদ করে কোন লাভ নেই, জিহাদ সমর্থন করারও কোন প্রয়োজন নেই কারন এ যুদ্ধের মীমাংসা ইতিমধ্যেই আম্রিকার পক্ষে হয়ে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে এ বক্তব্য থেকে বক্তার অজ্ঞতাই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথমত, ইসলামী শরীয়াহর ব্যাপারে, আর দ্বিতীয়ত, ইতিহাস ও সমসাময়িক পশ্চিমা সামরিক বিশ্লেষণ ও কৌশলের ব্যাপারে। এ প্রবন্ধ বিষয়টি পরিষ্কার করা হবে।

আল-ক্বা'ইদাহর রণকৌশলঃ ১৯৮৯ সালে কয়েকজন প্রথম সারির অ্যামেরিকান সামরিক বিশেষজ্ঞ মতপ্রকাশ করেন, ভবিষ্যৎ যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে সামরিক ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হবে। তাদের ধারণা ছিল, একবিংশ শতাব্দীতে এক নতুন ধরনের যূদ্ধকৌশলের উদ্ভব ঘটবে এবং পুরনো কৌশলগুলোকে হটিয়ে নতুন ও যুদ্ধকৌশলই যুদ্ধের ময়দান নিয়ন্ত্রন করবে । তারা এর নাম দেন "চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ" [Fourth Generation War], অনেকে একে Assymmetric War [শক্তির ভারসাম্যহীনতার যুদ্ধ] বলে অভিহিত করেন।

সামরিক ইতিহাসবিদদের মত অনুযায়ী ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর সামরিক কৌশল ও যুদ্ধের ধরন তিনটি মূল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম পর্যায় ছিল সারিবদ্ধ ভাবে প্রাথমিক যুগের রাইফেল হাতে বিপুল সংখ্যক সেনা শত্রুর বিপরীতে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।
দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের উদাহরণ হল অ্যামেরিকার গৃহযুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল গুলিবর্ষনের মাধ্যমে যথাসম্ভব শত্রুর সেনা ও শত্রুর সম্পদের ক্ষতি করার চেষ্টা করা।
তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধে আগের পর্যায় গুলোর তুলনায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ প্রজন্মের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল ট্যাঙ্ক ও বিমানের দ্বারা বিভিন্ন সামরিক বিন্যাস [formation] ব্যবহারের মাধ্যমে, শত্রুকে ঘিরে ফেলা। দ্বিতীয় প্রজন্মের ট্রেঞ্চ যুদ্ধে বৈশিষ্ট্য ছিল শত্রুকে সামনে থেকে ঘিরে ধরা। কিন্তু তৃতীয় প্রজন্মে এ কৌশল পরিবর্তন করে ফ্রন্ট লাইনের পরিবর্তে পেছন থেকে শত্রুকে ঘিরে ধরার কৌশল গৃহীত হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চতুর্থ পর্যায়ের যুদ্ধ একটি নতুন ধরনের যুদ্ধ। এতে যুদ্ধ হবে মূলত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কোন নির্দিষ্ট একটি স্থানে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না। শুধুমাত্র শত্রুর সামরিক স্থাপনা ও সেনাবাহিনীকে আঘাত করা মধ্যে এ যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং শত্রু দেশ বা জাতির সমাজও ও যুদ্ধের আওতায় পড়বে। এ যুদ্ধের একটি মূল লক্ষ্য হবে শত্রুর সেনাবাহিনীর বা যোদ্ধাদের প্রতি শত্রুর সমাজের যে সমর্থন তা নষ্ট করে দেওয়া। একারনে এ যুদ্ধে দশ-বিশ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার একটি ডিভিশানের চাইতে টিভি চ্যানেলগুলোর সংবাদ শত্রুর বিরুদ্ধে অধিকতর কার্যকর অস্ত্র হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা আরো বলেন, চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও শান্তির মাঝের পার্থক্যগুলো ক্রমশ মুছে একপর্যায়ে নিলীন হয়ে যাবার অবস্থা হবে। অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থা এবং শান্তিকালীন অবস্থার মাঝে যে পার্থক্য আগের পর্যায়গুলোতে ছিল, সেটা চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে মুছে যাবে। এক অর্থে বলা যায় যুদ্ধের চুরান্ত ফায়সালার আগে উভয় পক্ষই অবিরাম যুদ্ধে [Perpetual War] লিপ্ত থাকবে।

আরেক দল সমরবিদ এ বিশ্লেষণের কিছু বিষয়ের সাথে দ্বিমত করলেন। তাদের দাবি ছিল – চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের মূল কৌশলগত ফোকাস হবে শত্রুর মনস্তত্ত্বের উপর, এবং প্রতিপক্ষের সামরিক নীতিনির্ধারক ও কৌশলবিদদের চিন্তাকে প্রভাবিত করার উপর। শুধুমাত্র যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধবিন্যাস না চতুর্থ

প্রজন্মের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ভূমিকা পালন করবে মিডিয়া, এবং সকল ধরনের ইনফরমেশান নেটওয়ার্ক। এগুলোর উদ্দেশ্য হবে প্রতিপক্ষ দেশ বা জাতির সাধারণ জনগন ও অভিজাতশ্রেণীর চিন্তাকে, জনমতকে প্রভাবিত করা। এদলের বিশেষজ্ঞরা আরো দাবি করলেন চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ হবে তুলনামূলক ভাবে ক্ষুদ্র পর্যায়ের। একটা বিশাল ময়দানে বা কোন সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে সামনাসামনি যুদ্ধের বদলে এ যুদ্ধ হবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আর এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হবে ভূতের মতো। যার আবির্ভাব ঘটবে হঠাৎ, আবার হঠাৎ করেই সে মিলিয়ে যাবে। একি সময় একাধিক জায়গায় উদয় হবে আবার তাকে ধাওয়া করতে গেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই বহারিয়ে যাবে। এ যুদ্ধের ফোকাস হবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক। এ যুদ্ধ হবে সর্বব্যাপী। এ যুদ্ধে বিভিন্ন দেশ, গোত্র, আন্তর্জাতিক বাহিনীর পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনও অংশগ্রহণ করতে পারে। এ যুদ্ধের ধরন, এ যুদ্ধের ধারণা হবে সম্পূর্ণ নতুন। তবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের বিভিন্ন যুদ্ধ কৌশল চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।

১৯৮৯ সালে পশ্চিমা সমরবিদরা এই নতুন ধরনের যুদ্ধের আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তারা এ পুর্বাভাসও করেছিলেন যে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ পশ্চিমা সামরিক শক্তির জন্য বেশ কিছু জটিলতার সৃষ্টি করবে। আর তাই এ যুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য পশ্চিমা সামরিক বাহিনীগুলোকেও মৌলিক ভাবে নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে। দর্শন ও বাস্তবায়ন [Ideology & Operation] উভয় ক্ষেত্রেই।

পশ্চিমা সমরবিদরা শুন্য থেকে এসব পূর্বাভাস করেননি। তাদের এ পূর্বাভাস ও বিশ্লেষণ ছিল বাস্তবতার নিরিখেই। তবে উম্মাহর মাঝে থাকা কাপুরুষরা এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে তাদের আয়ুষ্কাল কাটিয়ে দিতেন চান তাদের কল্পনার জগতেই। বাস্তবতা হল চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে গেছে। এ যুদ্ধকৌশল সফল ভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই এ যুদ্ধে কাগজে-কলমে দুর্বল পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এবং একাধিক ক্ষেত্রে জাতি-রাস্ট্র পরাজিত হয়েছে রাষ্ট্রহীন জাতির কাছে।

উম্মাহর বিজয়ঃ মুসলিম উম্মাহ ক্ষুদ্র সময়ের ব্যবধানে বশ কিছু উল্লেখযোগ্য সামরিক বিজয় অর্জন করেছে। উসমানি সালতানাতের পর এতো কম সময়ের ব্যবধানে এরকম বিজয়ের ঘটনা আর ঘটে নি। গত দুই দশকে উম্মাহ সামরিক বিজয় লাভ করেছে আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে, সোমালিয়াতে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে, চেচনিয়াতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ লেবাননে যায়নিস্ট ইস্রাইলের বিরুদ্ধে । এ বিজয় গুলো অর্জিত হয়েছিল সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, সর্বোত্তম প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বিভিন্ন বাহিনীর বিরুদ্ধে। আর এ বিজয়গুলো অর্জিত হয়েছে, মরুভূমি, পাহাড়, শহর - বিভিন্ন ধরনের স্থানে।

আফগানিস্তানে মুজাহিদিনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তিকে পরাজিত করে। সোমালিয়াতে একটি গোত্রের কাছে লাঞ্ছিত হয় অ্যামেরিকা, বাধ্য হয় পিছু হটতে। তার কিছুদিন পর শিশানী মুজাহিদিন পরাজিত করে রাশিয়ান ভালুককে। আর তারপর লেবানীজদের কাছে পরাজিত হয়ে যায়নিস্ট ইস্রাইল দক্ষিণ লেবানন থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। [এ প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিলে ২০০২-০৩ এর দিকে। বর্তমানে আমরা এখানে যোগ করতে পারি আফগানিস্তানে ও ইরাকে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে বিজয়কে]

একথা সত্য, এসব সামরিক বিজয়ের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয়ী শক্তি শাসনক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয় নি। তবে এটি একটি ভিন্ন আলোচনা, আমাদের এ সামরিক-কৌশলগত বিশ্লেষণের জন্য প্রাসঙ্গিক না। এ লেখাতে আমাদের ফোকাস সামরিক সংঘাত এবং অ্যামেরিকা ও মুজাহিদিনের মধ্য সামরিক শক্তির ভারসাম্যহীনতাকে নিয়ে। এ ভারসাম্যহীনতার অজুহাত দিয়ে যে পরাজিত মানসিকতার ব্যাক্তি আজ জিহাদকে এবং বিজয়কে অসম্ভব বলে দাবি করেন তাদের বিভ্রান্তির জবাব দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য।

উন্নত প্রযুক্তি আফগানিস্তান, সোমালিয়া, শিশানে (বর্তমানে ইরাক, ইয়েমেন ও সিরিয়া) এসব বাহিনীকে বিজয় এনে দিতে পারেনি। যদিও এসব বাহিনীর কাছে পৃথিবীকে কয়েকশো বার ধ্বংস করার মত আণবিক-পারমাণবিক অস্ত্র আছে। শুধুমাত্র হালকা অস্ত্র নিয়ে মুজাহিদিন চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছেন। মুজাহিদিন জনসাধারনের মাঝে থেকে এসে আক্রমন করেছেন, এবং প্রয়োজনে জনগণের মাঝেই মিশে গেছেন। একারনেই অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা মাইকেল ভিকারস মন্তব্য করেছিল – আমাদের অস্ত্র-সরঞ্জাম-প্রযুক্তি ও যুদ্ধকৌশল এ ধরনের যুদ্ধের (4th Generation Warfare) জন্য উপযুক্ত না।"

এছাড়া মুজাহিদিনের তুলনায় শত্রুর যোদ্ধাদের সংখ্যাধিক্য থাকার পরও আফগানিস্তান, সোমালিয়া ও শিশানে বিজয় অর্জিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গত শক্তির ও সংখ্যা ব্যাপক তারতম্য থাকা সত্ত্বেও দুই দশকে একাধিকবার একাধিক সুপারপাওয়ার মুজাহিদিনের ক্ষুদ্র দলের কাছে পরাজিত হবার নজীর আছে। সুতরাং যেসব কাপুরুষরা শক্তির তারতম্য অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে জিহাদের দায়িত্ব থেকে পালাতে চায় তাদের কুযুক্তি বাস্তবতার নিরিখে টেকে না। [এ প্রপবন্ধ লেকাহ হয়েছিল ২০০২-০৩ এর দিকে। এ প্রবন্ধ লেখার পরবর্তী ১৪ বছরে এরকম বিজয়ের আরো অনেক নজীর আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিম উম্মাহ প্রত্যক্ষ করেছে]

গাযওয়াতুল ম্যানহাটনঃ

কেউ হয়তো বলতে পারেন, উত্থাপিত সকল উদাহরণই ছিল আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে একটি জাতির প্রতিরোধের। এ উদাহরণগুলো আল-'ক্বাইদাহর ক্ষেত্রে খাটবে না। কারন আল-ক্বা'ইদাহ নিজস্ব ভূখন্ডের বাইরে গিয়ে শত্রুকে আক্রমন করে।
এ কথার উত্তর হল। প্রথমত, আল-ক্বা'ইদাহ তালিবানের সাথে মিলে যুদ্ধ করে, আর তালিবানরা তাদের নিজস্ব ভূখন্ডেই যুদ্ধ করছে। দ্বিতীয়ত, প্রথম থেকেই আল-ক্বা'ইদাহর মুজাহিদিন প্রমান করেছেন যে তারা প্রচলিত আন্তসংঘাতসমূহের নীতি অনুসরন করে তাদের যুদ্ধকৌশল নির্ধারন করেন না।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অ্যামেরিকার অন্যান্য শত্রু রাষ্ট্রগুলো দশকের পর দশক ধরে, অজস্র অর্থ-সম্পদ খরচ যা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি, আল-ক্বা'ইদাহ সীমিত সামর্থ্য নিয়ে তা অর্জন করেছেন। আল-ক্বা'ইদাহ একটিমাত্র আঘাতে নিজ ভূখণ্ড রক্ষার জন্য অ্যামেরিকার ব্যবহৃত কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যূহের [Strategic Defense] সবগুলো স্তরকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। অ্যামেরিকার কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যূহের এ স্তরগুলো হল –

পূর্বাভাস [Early Warning]
আক্রমনের পূর্বে প্রতিরোধক আঘাত [Preventive Strike]
নিবৃত্তকরনের নীতি [Principal of Deterrance]

পূর্বাভাস [Early Warning]:

৯/১১ এর হামলাগুলো ছিল সামরিক ইতিহাসের সর্বাধিক কার্যকর ও সফল অতর্কিত হামলাগুলোর একটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪১ সালে অ্যামেরিকার পার্ল হারবারের জাপানের হামলা, ৯১৪১ এ সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাযি জার্মানীর হামলা, ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক অতর্কিতে চেকোস্লোভাকিয়াতে হামলা, ১৯৭৩ সালে আরব আর্মিগুলোর অতর্কিতে বার-লেভ লাইন অতিক্রম করা –এসবই সফল অতর্কিত হামলার উদাহরণ।

আক্রমনের কার্যকারিতা এবং শত্রুর ক্ষয়ক্ষতির বিবেচনায় আল-ক্বা’ইদাহর এ হামলা ছিল এধরণের অন্যান্য সকল আক্রমনের তুলনায় সফল। কারন এ আক্রমনের পর আক্ষরিক ভাবেই প্রতিটি অ্যামেরিকান নাগরিকের মনে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সকলেই আশংকা করছিল যেকোন সময়ে যেকোন কিছু ঘটে যাবার।একটি দেশের মধ্যে এধরণের একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সে দেশের অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্বের উপর তা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে অ্যামেরিকার মতো একটি সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরো বেশি, কারন অ্যামেরিকার গৃহযুদ্ধের পর নিজ ভুমিতে যুদ্ধের ভয়াবহতা তারা প্রত্যক্ষ করে নি।
অ্যামেরিকার বিশাল গোয়েন্দা বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদের নজরদারী করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ থাকলেও তারা এ আক্রমনকে প্রতিহত করতে ব্যার্থ হয়েছিল। তারা এ আক্রমনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতেও ব্যার্থ হয়েছিল।
বিবেচনা করুন – ইউএসএস কোল একটি যুদ্ধজাহাজ হিসেবে যুদ্ধবস্থার প্রস্তুতি নিয়েই ছিল। তথাপি অ্যামেরিকার ইউএসএস কোলকে আক্রমন থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাহলে যেখানে একটি সতর্ক ও যুদ্ধপ্রস্তুতি নেওয়া সামরিক টার্গেটকে এধরণের আক্রমনের হাত থেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব না, সেখানে কিভাবে একটি সম্পূর্ণ বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে এধরনের আক্রমনের জন্য প্রস্তুত করা বা সতর্ক রাখা সম্ভব? সুতরাং চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশলের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার নিরাপত্তা ব্যূহের প্রথম স্তরের কার্যকারিতা অনেকাংশেই কমে যায়। যার প্রমান হল ৯/১১ এর হামলা।

আক্রমনের পূর্বে প্রতিরোধক আঘাত [Preventive Strike]ঃ

নিজ ভূখণ্ডকে রক্ষার জন্য অ্যামেরিকার তৈরি প্রতিরক্ষা ব্যূহের এ স্তরটিও ৯/১১ এর দিন ব্যার্থ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ স্তরটি প্রথম স্তরের উপর নির্ভরশীল। একটি সম্ভাব্য আক্রমন সম্পর্কে সতর্ক হবার পরেই কেবল সে আক্রমন বন্ধে প্রতিরোধক আঘাত করা যায়। যদি আমরা ধরেও নেই যে অ্যামেরিকা কাছে একটি সম্ভাব্য আক্রমনের ব্যাপারে কিছু তথ্য ছিল, তথাপি আল-ক্বা’ইদাহর উপর প্রতিরোধক আক্রমন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন যেহেতু, এটি হল এমন একটি সংগঠন যা অতি দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে, এবং কোন নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘসময় অবস্থান করে না। সহজ ভাষায় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে গেলে নিশ্চিত ভাবে আপনি আল-ক্বাইদাহকে পাবেন। আল-ক্বা’ইদাহ একই সাথে একাধিক জায়গায় থাকতে পারে আবার কোথাও নাও থাকতে পারে। যেমন ৯/১১ এর আক্রমনকারী আক্রমনের আগে কোন নির্দিষ্ট এক জায়গায় একত্রিত হয়ে অবস্থান করছিল না। যদি আ কোন কারনে সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখ কোন আক্রমনে শায়খ উসামা সহ অন্যান্য নেতারা নিহতও হতেন তবুও অ্যামেরিকার পক্ষে সম্ভব হতো না ৯/১১ এর আক্রমন ঠেকানো।

নিবৃত্তকরনের নীতি [Principal of Deterrance]ঃ

নিবৃত্তকরনের এ নীতি গড়ে উঠেছে একটি ধারণার উপর ভিত্তি করে। ধারনাটি হল – প্রত্যেক যুদ্ধে দুটি পক্ষ থাকে যারা যুদ্ধ করে নিজেদের জীবন ও স্বার্থরক্ষার জন্য। এ ধারনাটিকে মূলনীতি হিসেবে ধরেই নিবৃত্তকরনের নীতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু যদি কোন সঙ্ঘাতের এক পক্ষ এমন হয় যে তারা বেঁচে থাকার চাইতে শহীদ হওয়াকে বেশি পছন্দ করে, তখন এ নীতি আর কাজ করে না।

একারনে দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধে নিবৃত্তকরনের নীতি অত্যন্ত কার্যকরী। কিন্তু একটি সংগঠন যার স্থায়ী কোন ঠিকানা নেই, পশ্চিমা কোন ব্যাঙ্কে যার জমা করা কোন পুজি নেই, যে সংগঠন অন্য কোন দেশের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য বা ত্রান পাবার উপর নির্ভরশীল না – এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ নীতি সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর। এ ধরনের প্রতিপক্ষে নিবৃত্ত করার মতো কোন চালই শত্রুর হাতে থাকে না। কারন এধরণের সংগঠন সিদ্ধান গ্রহনে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, এবং শুরু থেকেই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য

হল শত্রুর সাথে সংঘাতে যাওয়া।
তাদেরকে কিভাবে আপনি তাদেরকে নিবৃত্ত করবেন যারা পুরো দুনিয়ার চাইতে মৃত্যুকে বেশি ভালোবাসে?

অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যূহের এ তিনটি স্তরকে ধ্বংস করার পাশপাশি আল-ক্বা'ইদাহ অ্যামেরিকাকে তার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মনস্তাত্ত্বিক আঘাত করেছে। আল-ক্বা'ইদাহর এ হামলার সমপর্যায়ের আর কোন আঘাত অ্যামেরিকার মনোবল ও মনস্তত্ত্বের উপর আর কখনো আসে নি। পশ্চিমা সমরবিদদের মতে প্রতিপক্ষকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরাজিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরি কৌশলের অন্যতম হল তাকে এমন জায়গায় আঘাত করা যেখানে সে নিরাপদ ও সুরক্ষিত বোধ করে। নিউইয়র্কের সেই রৌদ্রোজ্জ্বল, কর্মব্যস্ত দিনে মুজাহিদিন ঠিক এ কাজটিই করেছেন।
সুতরাং কাপুরুষরা সামরিক শক্তির যে তারতম্যের কথা বলে জিহাদের দায়িত্ব থেকে দুড়ে পালাতে চায়, দেখা যাচ্ছে সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারলে সেই শক্তির তারতম্যই হতে পারে পশ্চিমা সামরিক শক্তি, বিশেষ করে অ্যামেরিকারন সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর। 4G Warfare বা চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ মুজাহিদিনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, অন্যদিকে অ্যামেরিকা তার সামরিক বাহিনীর আকার, তাদের সামরিক আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির কারনে চতউর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ কৌশলের সামনে প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল। কারন বর্তমানে আমরা এমন এক সময় পার করছি যখন প্রতিনিয়ত উম্মাহর যুবারা জিহাদমুখি হচ্ছে। উম্মাহ উপলব্ধি করছে লাঞ্ছনা ও অপমানের যে পর্যায়ে উম্মাহ পৌছেছে এর পর হারানোর আর কিছু বাকি থাকে না।

সময় এসেছে ক্রুসেডারদের সর্বাত্বক আক্রমনের মোকাবেলায় ইসলামী আন্দোলনগুলোর চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশলে নিজেদের পারদর্শী করে তোলার। সময় এসেছে উপযুক্ত কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতির মিশেল ঘটানোর। এজন্য প্রয়োজন দাওয়াতী কাজের সম্প্রসারনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর কাছ থেকে জনসমর্থন ও রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করা। এটি একটি শার'ঈ দায়িত্ব তো বটেই, পাশাপাশি এটি চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশলের একটি অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ। ক্লশউইটয এবং মাও যে তুং – এর মতো পূর্ব প্রজন্মের সমরকৌশলবিদদের রচনাতেও এ বিষয়টি উঠে এসেছে।

অ্যামেরিকা চায় তার সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে মুজাহিদিনের মনস্তাত্ত্বিক বিজয়কে মুছে দিতে। মুজাহিদিনের দুঃসাহসিক ও বীরত্বপূর্ণ আক্রমন মুসলিম উম্মাহর মাঝে যে সহানুভূতি ও সমর্থনের মনোভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, অ্যামেরিকা চায় তা মুছে ফেলতে।

আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন কাপুরুষদের কা কা রব বন্ধ করে দেন। তিনি যেন এ উম্মাহর মাঝে দায়ী ও উলামার এমন এক নতুন প্রজন্মের উত্থান ঘটান যারা হবেন চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের দায়িত্বগ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ গ্রহনে সক্ষম।

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি হয়, আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।